Contents

ইসলামী পরিবার গঠনের উপায়

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রসঙ্গ কথা

পরিবার সমাজের সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর। ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনের বহু শারঈ বিধানের লালনক্ষেত্র হচ্ছে পারিবারিক জীবন। প্রকৃত ইসলামী পরিবার গঠনের উপরেই মূলত নির্ভর করে আমাদের পার্থিব ও পরকালীন জীবনের কামিয়াবীর সিংহভাগ। পারিবারিক জীবনের সূচনা হয় বিয়ে-শাদীর মাধ্যমে; একজন নারী ও একজন পুরুষ যখন তাদের দাম্পত্য জীবন শুরু করে। সাধারণত একটি বর্ধিত পরিবারের একটি শাখা বা প্রশাখা হিসাবে এর উৎপত্তি ঘটলেও সময়ের ব্যবধানে এবং পর্যায়ক্রমে এ দাম্পত্য জীবন একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লাভ করে। নিজেই মূল হিসাবে আবির্ভূত হয়ে আবার শাখা-প্রশাখা সৃষ্টি করে। হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে মানব সন্তানের বিকাশ ও বিস্তৃতির এটাই হচ্ছে চিরন্তন প্রাকৃতিক উপায়। পরিবারের মূল ভিত্তি দাম্পত্য জীবনকে যদি ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গঠন করা যায়, তাহ'লে সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে বিস্তৃত ও বর্ধিত পরিবারকেও ইসলামের আলোকে গড়ে তোলা সহজ হবে। পক্ষান্তরে যদি দাম্পত্য জীবনে গলদ ঢুকে যায় এবং ইসলামী আদর্শের ঘাটতি হয়ে যায়, তাহ'লে পরিবারের ইসলামীকরণ অবশ্যই দুরূহ হয়ে পড়বে। সেকারণ আদর্শ পরিবার গঠনের প্রাথমিক এবং অন্যতম প্রধান কাজটি বিবাহ-শাদীর পূর্বেই তথা পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের সময়েই করতে হবে। স্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দ্বীনদারীর বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ার জন্য হাদীছে তাকীদ দেওয়া হয়েছে। সৌন্দর্য, বংশ বা সামাজিক মর্যাদা অথবা সম্পদ এসব মানুষের কাছে আপাতত দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় মনে হ'লেও দ্বীনদারী বাদ দিয়ে শুধু এগুলোর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিলে আদর্শ পরিবার গঠনের প্রধান উপাদানেই ভেজাল ঢুকে যাবে। পাত্রী নির্বাচনের সময় শুধু স্ত্রীই নয় বরং একই সাথে সন্তানের মাও নির্বাচন করা হচ্ছে, এটা মাথায় রাখতে হবে। তাই ভবিষ্যৎ সন্তানদের জন্য কেমন মা নির্বাচন করা হচ্ছে, সেটাও খেয়াল করতে হবে। শুধু পাত্রী নির্বাচন নয়, পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রেও দ্বীনদারীকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক। কারণ একটি পরিবার সন্তান-সন্ততি স্বামী-স্ত্রীর যৌথ প্রচেষ্টায় আদর্শ ও সুন্দর হ'তে পারে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, আমাদের সমাজে আজকাল উচ্চ ডিগ্রী ও বৈষয়িক অবস্থাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। ইসলামী জ্ঞান, আমল-

আখলাকের বিষয়টি একেবারেই গৌণ। অথচ পিতা-মাতা দ্বীনদার না হ'লে পরিবারে সন্তান-সন্ততিদেরকে সঠিক ইসলামী শিক্ষা দানের উপযোগী পরিবেশ তৈরী করা সম্ভব নয়। তাই এ বিষয়ে আমাদেরকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

মানব সমাজের ভিত্তি পরিবার। স্বামী-স্ত্রীকে কেন্দ্র করে যা শুরু হয়। আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রথম মানব পরিবার গড়ে ওঠে। সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে আজও এ পরিবার প্রথা চালু আছে। সারা দিনের কর্মক্লান্তি, বিভিন্ন কারণে মানব মনে পাওয়া দুঃখ-বেদনায় যেখানে সবাই শান্তি খোঁজে সেটা হ'ল পরিবার। যদি পরিবারে শান্তি-শৃংখলা থাকে তাহ'লে মানব জীবন সুখময় হয়। পক্ষান্তরে পরিবারে কাঙ্ক্ষিত শান্তি না থাকলে জীবন হয়ে ওঠে বিতৃষ্ণ, বিষাদময়। এজন্য দরকার একটি আদর্শ পরিবার। যা হবে মানুষের আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তির আকর। তাই শান্তি-সুখের ঠিকানা আদর্শ পরিবার গঠনে করণীয় সম্পর্কে এ গ্রন্থে আলোকপাত করা হয়েছে। সেই সাথে পরিবারের পরিচয়, সূচনাকাল, পরিবারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, পারিবারিক জীবনের সুফল, পরিবার না থাকার ক্ষতিকর দিকসমূহ, পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকারসমূহ, বিবাহের পদ্ধতি, বিবাহপূর্ব ও পরবর্তী করণীয় ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আল্লাহ কবুল করুন এবং একে আমাদের নাজাতের অসীলা হিসাবে মঞ্জুর করুন-আমীন!

-বিনীত লেখক

পরিবার পরিচিতি

স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা ও দাদা-দাদী নিয়ে গঠিত হয় পরিবার। পরিবারের সংজ্ঞায় Oxford ইংরেজী অভিধানে বলা হয়েছে, A group consisting of one or two parents and their children. 'পরিবার হ'ল পিতা বা মাতা অথবা পিতা-মাতা উভয় ও তাদের সন্তান-সন্ততির সমষ্টি'।[১]

অন্যত্র বলা হয়েছে, A group of people who are related to each other, such as a mother, a father and their children. 'পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ একদল মানুষ, যেমন একজন মাতা, একজন পিতা এবং তাদের সন্তান-সন্ততি'।

Encyclopaedia Americana-তে পরিবার সম্পর্কে বলা হয়েছে, The term Family usually refers to a Group of persons related birth or marriage (ordinarily parents and their children) Who reside in the same household. 'পরিবার' শব্দটি সাধারণত জন্ম বা বিবাহ সম্পর্কিত ব্যক্তিদের (সাধারণত বাবা-মা ও তাদের সন্তানদের) বোঝায়, যারা একই পরিবারের বাস করে'।[২]

সমাজবিজ্ঞানী এম.এফ. নিমকফ বলেন, পরিবার হচ্ছে মোটামুটিভাবে স্থায়ী এমন একটি সংস্থা বা সংঘ, যেখানে সন্তানাদিসহ বা সন্তানবিহীনভাবে স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসবাস করে।[৩]

পরিবারের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে আল-ফিকহুল মানহাজী গ্রন্থে বলা হয়েছে, تلك الخليّة التي تضم في نظام الإسلام اصطلاحاً ويقصد بالأُسرة الآباء والأُمهات، والأجداد والجدّات، والبنات والأبناء، وأبناء الأبناء. 'ইসলামের দৃষ্টিতে পারিভাষিক অর্থে পরিবার বলতে বুঝায় পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, ছেলে-মেয়ে ও পৌত্র-পৌত্রীদের নিয়ে গঠিত জনসমষ্টিকে'।[৪]

---

১. *Oxford Advence Laerners English Dictionary, (New Yeork : Oxford University press, 8th edn, 2010), p-551.*

২. *Encyclopaedia Americana, Vol-ii, (U.S.A : Grolier Incorporate, 1980), p-2.*

৩. *M.F. Nimkof, Marriage and the Family, (Boston : 1947), p-6.*

৪. *আল-ফিকহুল মানহাজী আলা মাযহাবিল ইমাম আশ-শাফিঈ, ৪র্থ খণ্ড, (দিমাশক : দারুল কলম, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪১৩ হিঃ/১৯৯২ খ্রিঃ), পৃঃ ৯।*

Contents

পরিবারের সূচনাকাল

পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম (আঃ) ও প্রথম মানবী হযরত হাওয়া (আঃ)-কে কেন্দ্র করে মানব জাতির প্রথম পরিবার গড়ে উঠেছিল জান্নাতে। এই প্রথম পরিবারের সদস্য ছিল মাত্র দু'জন; আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে মহান আল্লাহ বলেছিলেন,

يَاآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ-

'হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে অবস্থান কর এবং সেখান থেকে যা চাও খুশীমনে খাও। কিন্তু তোমরা দু'জন এই গাছটির নিকটে যেয়ো না। তাহ'লে তোমরা সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে' *(বাক্বারাহ ২/৩৫)*।

মানব জাতি এই প্রথম পরিবারের মাধ্যম দিয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوْا اللهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا-

'হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর ঐ দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা করে থাক এবং আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে সতর্ক হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর সদা সতর্ক তত্ত্বাবধায়ক' *(নিসা ৪/১)*।

অন্যত্র আল্লাহ আরো বলেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا- 'হে মানুষ! আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে। তারপর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন বংশ ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হ'তে পার' *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*।

Contents

অনুরূপভাবে সকল নবী-রাসূলের ব্যক্তিগত জীবনে ও সময়কালে পরিবার বিদ্যমান ছিল। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، 'তোমার পূর্বেও আমরা অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তানাদি দিয়েছি' *(রা'দ ১৩/৩৮)*।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পরিবারের জন্য দো'আ করেছিলেন, رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ– 'হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদেরকে আপনার আজ্ঞাবহ করুন এবং আমাদের বংশধরগণের মধ্য হ'তেও আপনার অনুগত একটা দল সৃষ্টি করুন। আর আপনি আমাদেরকে আমাদের হজ্জের নিয়ম-পদ্ধতি বাৎলে দিন এবং আমাদের ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি অধিক তওবা কবুলকারী ও দয়াময়' *(বাক্বারাহ ২/১২৮)*।

পরিবারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

পরিবার মানব সমাজের মূল ভিত্তি। পারিবারিক জীবন ব্যতিরেকে মানব সভ্যতা কল্পনা করা যায় না। মানুষের অস্তিত্বের জন্য পারিবারিক জীবন অপরিহার্য। সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা, স্থিতিশীলতা, উন্নতি-অগ্রগতি ইত্যাদি সুষ্ঠু পারিবারিক ব্যবস্থার উপরে অনেকাংশে নির্ভরশীল। পারিবারিক জীবন অশান্ত ও নড়বড়ে হ'লে, তাতে ভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দিলে সমাজ জীবনে নানা অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দানা বেঁধে উঠে। শান্তিপূর্ণ সমাজে অশান্তির দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। তাই বলা যায়, পরিবারই হচ্ছে কল্যাণকর সমাজের ভিত্তি। সুতরাং আদর্শ সমাজ গঠনের অপরিহার্য শর্ত আদর্শ পরিবার গঠন। পরিবারের গুরুত্বের বিভিন্ন দিক নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. মানববংশ বৃদ্ধি : পরিবারের মাধ্যমে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ বলেন, وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ– 'আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই জোড়া সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের জোড়া থেকে তোমাদের পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র বস্তুসমূহ হ'তে রূযী দান করেছেন' *(নাহল ১৬/৭২)*।

এভাবে রাসূলের উম্মতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আর উম্মতে মুহাম্মাদীর সংখ্যাধিক্য পরকালে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য গর্বের বিষয় হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,تَزَوَّجُوْا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّىْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ 'তোমরা অধিক সোহাগিনী ও অধিক সন্তানদানকারিণী মহিলাকে বিবাহ কর। কারণ আমি ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করব'।[৫]

২. মানববংশ সংরক্ষণ : পরিবারের মাধ্যমে মানববংশ রক্ষা হয়। আল্লাহ বলেন, وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا– 'তিনিই মানুষকে পানি হ'তে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বিবাহগত সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন আর তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান' *(ফুরক্বান ২৫/৫৪)*। এ পরিবারের সদস্যদের মাঝে স্নেহ-মায়া-মমতা, সম্প্রীতি-সদ্ভাব তৈরী হয়। তাদের পরস্পরের মধ্যে থাকে সুসম্পর্কের সুদৃঢ় সেতুবন্ধন। কারণ সেখানে থাকে পিতামাতা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি, অনেক ক্ষেত্রে দাদা-দাদী, পৌত্র-পৌত্রী ইত্যাদি নানান সম্পর্কের মানুষ। পরিবারে পিতামাতা সন্তানকে শৈশবে লালন-পালন করেন। তেমনি সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর পিতামাতাকে দেখাশোনা করে। পৌত্ররাও দাদা-দাদীর সেবাযত্ন করে থাকে। এভাবে একে অপরের মাধ্যমে মানব বংশ রক্ষা হয়। পরিতাপের বিষয় হ'ল, এখন মানুষ বিভিন্ন অযুহাতে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও জন্ম নিরোধ করছে। লাইগেশনের মাধ্যমে বা অন্য কোন উপায়ে স্থায়ীভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ বা জন্ম নিরোধ করা হারাম। কেউবা ভ্রূণ হত্যা করে। শারঈ কোন কারণ ব্যতীত ভ্রূণ হত্যা হারাম *(আন'আম ৬/১৫১; বানী ইসরাঈল ১৭/৩১)*। এসব থেকে বিরত থাকা অতীব যরূরী।

৩. শিক্ষা প্রদান : পরিবারের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব শিশুকে সামাজিক ও সুনাগরিক করে গড়ে তোলা এবং ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন শিক্ষা দেওয়া। পরিবারের ধারা ও রীতিনীতির উপর ভিত্তি করে শিশুর মনোজগত তৈরী হয় এবং পরিবারে তার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। সুতরাং শিশুকে সুষ্ঠু শিক্ষা দিতে পরিবার বিশেষ ভূমিকা রাখে। তাই পরিবার এক অনন্য শিক্ষাগার। পিতামাতার নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেই সন্তান সুনাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠে।

---

৫. *আবুদাঊদ হা/২০৫০; মিশকাত হা/৩০৯১, সনদ ছহীহ।*